

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, মঙ্গলবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-42 24 November 2026 ◆ Tuesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



অসমে ৭৫০ কোটি টাকার শিল্প প্রকল্পের শিলান্যাস

প্যারাসিটামল-সহ ওষুধ উৎপাদনের প্রস্তুতি, প্রথম পর্যায়ে তৈরি হবে ফর্মিক অ্যাসিড

গুয়াহাটি : শিল্প ও ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে অসমে। রাজ্যে প্রথমবারের মতো বৃহৎ পরিসরে ওষুধ উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৭৫০ কোটি টাকার একটি সমন্বিত শিল্প কারখানার শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সোমবার নুমালিগড় ইন্ডাস্ট্রিজ এলএলপির এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী দিনে এখানে প্যারাসিটামল-সহ একাধিক শিল্প ও ওষুধজাত পণ্য উৎপাদন করা হবে। অ্যাডভান্টেজ অসম উদ্যোগের অধীনে বিনিয়োগের যে প্রতিশ্রুতি এসেছিল, এই প্রকল্প তারই বাস্তবায়নের অন্যতম পদক্ষেপ।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকল্পের কথা জানিয়ে হিমন্ত বলেন, অসমের শিল্পভিত্তি আরও



শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই কারখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রথম পর্যায়ে এখানে ফর্মিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হবে। এটি জীবাণুরোধী সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন তালিকায় যুক্ত হবে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ইথাইল অ্যাসিটেট, ইথানল এবং প্যারাসিটামল-সহ আরও কয়েকটি পণ্য। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসমের উৎপাদন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে। বিশেষত ওষুধ উৎপাদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রবেশ শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে আরও গতি দেবে। এতদিন ওষুধ ও বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের জন্য বহুলাংশে বাইরের রাজ্যের উপর নির্ভরশীল অসমে এই উদ্যোগ স্থানীয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

বিনিয়োগকারীদের রাজ্যে শিল্প স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে হিমন্ত বলেন, অসমে শিল্পের প্রসারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্যের শিল্পায়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে আরও উৎসাহিত করার ক্ষেত্রেও এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বরাক নদীতে তলিয়ে যাওয়া বিএসএফ জওয়ানকে জীবিত উদ্ধার বাংলাদেশে

শিলচর : বরাক নদীতে তলিয়ে যাওয়া বিএসএফ জওয়ান কে বেনুকে বাংলাদেশের আমলশিদ গ্রাম থেকে জীবিত উদ্ধার করল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অসমের কাছাড় জেলার কাটিগড়া সীমান্তে গবাদি পশু পাচারকারীদের ধরতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর নিখোঁজ হয়েছিলেন তিনি।

রবিবার রাতে হরিনগর সীমান্ত চৌকিতে কর্মরত বেনু ও হেড কনস্টেবল জিতেন্দ্র যাদব টহল দেওয়ার সময় সন্দেহভাজন পাচারকারীদের দেখতে পান। তাদের ধাওয়া করতে দু'জনই নদীতে ঝাঁপ দেন। জিতেন্দ্র সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও প্রবল স্রোতে ভেসে যান বেনু। পরে তাঁকে বাংলাদেশে উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসএফের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়ার কথা।

১ বছর পর ফের চালু ইম্ফল-শিলচর বিমান পরিষেবা, সপ্তাহে দু'দিন অ্যালায়েন্স এয়ার

ইম্ফল : এক বছর বন্ধ থাকার পর ফের চালু হল ইম্ফল-শিলচর-ইম্ফল বিমান পরিষেবা। মঙ্গলবার মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং ইম্ফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অ্যালায়েন্স এয়ারের এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। মণিপুর সরকারের ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং (ভিজিএফ) প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে।

এই পরিষেবা চালু হওয়ায় অসমের বরাক উপত্যকা এবং মণিপুরের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হবে। বিশেষত শিলচর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জিরিবামের বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। আগে যাত্রীদের গুয়াহাটি বা কলকাতা হয়ে দীর্ঘ ও ব্যয়সাপেক্ষ পথে যাতায়াত করতে হত।

বর্তমানে প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিমান চলবে। যাত্রীসংখ্যা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে সপ্তাহে দু'দিনের পরিবর্তে তিন দিন পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিব রাজীব সিং ঠাকুরও পরিষেবা সম্প্রসারণে সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিকে ইম্ফল বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন-সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন টার্মিনাল ২০২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

লাচিত দিবসে বীর সেনাপতিকে শ্রদ্ধা পেমা খাণ্ডু ও চৌনা মেইনের

ইটানগর : লাচিত দিবস উপলক্ষে আহোম সেনাপতি বীর লাচিত বরফুকনকে শ্রদ্ধা জানালেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু ও উপমুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন। ১৬৭১ সালে সরাইঘাটের যুদ্ধে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে অসমের স্বাধীনতা রক্ষায় লাচিতের সাহস, সামরিক দক্ষতা ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করেন তাঁরা।



সামাজিক মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়ে পেমা খাণ্ডু বলেন, লাচিত বরফুকন ছিলেন সাহস, দৃঢ়সংকল্প এবং মাতৃভূমির প্রতি নিষ্ঠার চিরন্তন প্রতীক। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব ও রণকৌশল প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। লাচিতের উত্তরাধিকার শুধু অসমের নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা দেশের সম্পদ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অন্যদিকে, চৌনা মেইন লাচিতের দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা, সাহস ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাঁর নেতৃত্ব ও আত্মবলিদানের আদর্শ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাতৃভূমির সেবা ও সুরক্ষায় অনুপ্রাণিত করবে বলে মন্তব্য করেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

ডিমা হাসাওয়ে নদীভাঙন রুখতে আট প্রকল্পের শিলান্যাস

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ

হাফলং : বর্ষায় নদীভাঙন ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি রুখতে ডিমা হাসাওয়ে আটটি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করল জেলা প্রশাসন ও ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদ। হারাঙ্গাজাও, মাহুর, মাইবাং ও জিনাম ভ্যালি এলাকায় নদীর পাড় পুনরুদ্ধার, বন্যা প্রতিরোধী দেওয়াল নির্মাণ, সেতু ও বাজার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হবে।

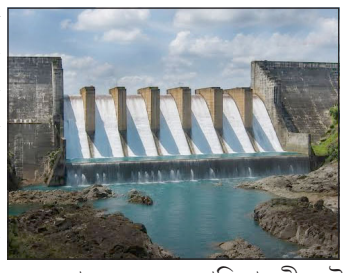

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বশাসিত পরিষদের চেয়ারম্যান মহেত হোজাই, কার্যনির্বাহী সদস্য মনজয় লাংথাসা ও জোসুমথাং হামার, ম্যাক জন ফৈথং-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

প্রকল্পগুলির মধ্যে হারাঙ্গাজাওয়ে ধর্তি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের অধীনে আদিবাসী বহুমুখী বিপণন কেন্দ্র নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার সুযোগ বাড়বে এর মাধ্যমে। পাশাপাশি এলভিজে স্কুল থেকে নিউ হারাঙ্গাজাও রেলস্টেশন এবং হারাঙ্গাজাও বাজারের রাস্তার উপর দুটি সেতু নির্মাণ করা হবে।

নদীভাঙন রোধে হারাঙ্গাজাওয়ে জাতিঙ্গা নদীর দুই পাড়ে সুরক্ষার কাজ হবে। মাহুর শহরে দিয়ুং নদীর উভয় পাড়ে, মাইবাংয়ে মাহুর নদীর বাঁ পাড়ে এবং জিনাম ভ্যালিতে জিনাম নদীর ডান পাড়ে বন্যা প্রতিরোধী দেওয়াল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশাসনের আশা, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে বন্যাপ্রবণ এলাকার জনবসতি, বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুরক্ষিত হবে। পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যেও গতি আসবে।

জাপানে চাকরির সুযোগ মণিপুরের ৩ হাজার যুবকের, মাসিক বেতন ১.২ লক্ষ

ইম্ফল : মণিপুরের ৩ হাজার যুবককে ভারী যানবাহন চালানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে জাপানে চাকরির ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। ভারত-জাপান বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী (এসএসডব্লিউ) কর্মসূচির আওতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিংয়ের সঙ্গে জাপানের কোনোইকে গ্রুপের প্রতিনিধিদলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান কাজুহিরো হাসুমি।

ইতিমধ্যে ইয়ারালপাটে কোনোইকে ইন্ডিয়া, ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এবং এনএসডিসির সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের পাঁচ মাস জাপানি ভাষা শেখানোর পাশাপাশি ভারী যানবাহন চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। জাপানে পাঁচ বছরের চাকরির চুক্তি মিলবে বলে জানানো হয়েছে।

২০-৪৫ বছর বয়সি এবং ন্যূনতম দশম উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারবেন। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে। প্রথম ছয় মাসে মাসিক প্রায় ১.২ লক্ষ টাকা বেতন ও অতিরিক্ত কাজের ভাতা দেওয়ার কথা জানিয়েছে আয়োজক সংস্থা। প্রশিক্ষণের খরচ মেটাতে ঋণের ব্যবস্থাও থাকবে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৪ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

পরাশক্তির বৈঠক, শান্তির নিশ্চয়তা কোথায়?

ট্রাম্প, শি জিনপিং ও পুতিনের শেনঝেন বৈঠক আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বিরল ঘটনা। কিন্তু তিন শক্তিধর নেতার এক টেবিলে বসাই কি বিশ্বশান্তির জন্য যথেষ্ট? পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার নিয়ে বাস্তব অগ্রগতি ছাড়া এই বৈঠকের গুরুত্ব শেষ পর্যন্ত প্রতীকী হয়েই থাকতে পারে। বিশ্ব রাজনীতিতে কখনও কখনও একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়েও বেশি আলোড়ন তৈরি করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের শেনঝেন বৈঠক তেমনই একটি ঘটনা। বিশ্বের তিন প্রভাবশালী শক্তির নেতাদের একই মঞ্চে উপস্থিতি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বিরল দৃশ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বৈঠক কি সত্যিই বিশ্বকে সংঘাতের বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, নাকি এটি কেবল ক্ষমতার প্রদর্শন? বৈঠকে পারমাণবিক যুদ্ধ কখনও জেতা যায় না এবং এমন যুদ্ধ কখনও লড়া উচিত নয়; এই নীতির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহল বহু দশক ধরেই অবগত। এখন প্রয়োজন শুধু নীতিগত ঘোষণা নয়, বাস্তব পদক্ষেপ।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে নিউ স্টার্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বৃহত্তম দুই পারমাণবিক শক্তির মধ্যে আগের চুক্তিভিত্তিক কাঠামো আর কার্যকর নেই। ফলে অস্ত্রের সংখ্যা, আধুনিকীকরণ এবং পারমাণবিক প্রতিরোধনীতির বিষয়ে নতুন সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। এই আলোচনায় চিনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ওয়াশিংটনের আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু বেজিংয়ের আপত্তিও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার তুলনায় চিনের পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার অনেক ছোট। তাই সমান শর্তে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনায় বসার প্রশ্নে চিনের অনীহা অপ্রত্যাশিত নয়। তিন নেতার বৈঠক এই দূরত্ব কমানোর সুযোগ তৈরি করতে পারত। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা, আলোচনার কাঠামো কিংবা অস্ত্র হ্রাসের প্রতিশ্রুতি ছাড়া সেই সম্ভাবনা কতটা বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

আন্তর্জাতিক কূটনীতির আরেকটি বড় পরীক্ষা ইউক্রেন যুদ্ধ। রাশিয়ার সামরিক অভিযান এখনও ইউরোপের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অস্থির করে রেখেছে। অথচ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলির ভূমিকা উপেক্ষিত হলে তা আরও গভীর অবিশ্বাসের জন্ম দেবে। বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে বড় শক্তিগুলির মধ্যে সমঝোতার নজির রয়েছে। কিন্তু সেই সমঝোতার নামে ছোট রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার কোনও পরাশক্তির নেই। ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত ইউক্রেনের অংশগ্রহণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একইভাবে ইউরোপের নিরাপত্তার প্রশ্নে ইউরোপীয় দেশগুলির মতামতও গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই শেনঝেন বৈঠককে নতুন কোনও ইয়াল্টা সম্মেলন হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বর্তমান বিশ্ব আর কয়েকটি পরাশক্তির মধ্যে প্রভাববলয় ভাগ করে নেওয়ার পুরনো ব্যবস্থায় আবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা, আঞ্চলিক শক্তির উত্থান এবং বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার বাস্তবতা আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অনেক বেশি জটিল করে তুলেছে।

তিন নেতার বৈঠকে জাতিসংঘের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও উঠে এসেছে। এই দাবি দীর্ঘদিনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৈরি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য হারিয়েছে। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ও ভেটো ক্ষমতার ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বিতর্ক তৈরি করে চলেছে। কিন্তু জাতিসংঘের সংস্কারও কেবল কয়েকটি শক্তিশালী দেশের আলোচনার বিষয় হতে পারে না। ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তিগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করার উদ্যোগ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ্বের জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিবর্তনকে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোয় প্রতিফলিত করতে হবে।

এখানে ভারতের অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রগুলির অন্যতম এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সংস্কারে দীর্ঘদিন ধরে বৃহত্তর ভূমিকার দাবি জানিয়ে আসছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের দাবির পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নেও ভারতের কূটনৈতিক উদ্যোগ আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

জঙ্গি মদতের মাশুল দিচ্ছে পাকিস্তান

কেআরসি টাইমস

হাফিজ সইদ ও মাসুদ আজহরকে ঘিরে নতুন গোয়েন্দা তথ্য পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছে। জঙ্গি সংগঠনকে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের দীর্ঘদিনের নীতি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের নিজের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে একদিকে আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন চাওয়া, অন্যদিকে নিজেদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থে জঙ্গি সংগঠনগুলিকে পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দেওয়া;পাকিস্তানের এই দ্বিমুখী নীতি নতুন নয়। কয়েক দশক ধরে দেশটির নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জঙ্গি সংগঠনগুলির সম্পর্ক নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, সাম্প্রতিক কিছু গোয়েন্দা তথ্য তাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।

২০২৬ সালের নভেম্বরের গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, লস্কর-ই-তইবার প্রধান হাফিজ সইদ এবং জইশ-ই-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহরকে পাকিস্তানে কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত গোপন আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, সইদকে রাওয়ালপিন্ডিতে এবং আজহরকে সিন্ধ প্রদেশের নওয়াবশাহ এলাকায় রাখা হয়েছে। যদিও এই তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি এবং পাকিস্তানের দাবি, সইদ সন্ত্রাসে অর্থ জোগানোর মামলায় কারাবন্দি। ফলে এই খবরকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। তবে অভিযোগের গুরুত্ব অস্বীকার করারও উপায় নেই। প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপের কথা বললেও পাকিস্তানের মাটিতে অভিযুক্ত জঙ্গি নেতাদের প্রকৃত অবস্থান ও নিরাপত্তা নিয়ে এত অস্পষ্টতা কেন? এই প্রশ্নের শিকড় রয়েছে পাকিস্তানের সামরিক ও নিরাপত্তানীতির ইতিহাসে। ১৯৮০-র দশকে জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনকালে আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী লড়াইয়ের অংশ হিসেবে ইসলামপন্থী সশস্ত্র সংগঠনগুলিকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এই পরিকাঠামোর একাংশ ভারতের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের কৌশলগত হিসাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের একটি অংশের ধারণা ছিল, জঙ্গি সংগঠনগুলিকে প্রশিক্ষণ, অর্থ ও সাংগঠনিক সহায়তা দিয়ে নিজেদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব। এই কৌশলে দেশটির সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু সশস্ত্র উগ্রপন্থাকে রাষ্ট্রীয় কৌশলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সবচেয়ে বড় বিপদ হল, একবার শক্তিশালী হয়ে উঠলে এই সংগঠনগুলিকে আর সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

আজ পাকিস্তান নিজেই সেই নীতির পরিণতি ভোগ করছে। তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপির ধারাবাহিক হামলায় দেশটির নিরাপত্তাবাহিনী ও সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। আফগান তালিবানের বিরুদ্ধে টিটিপিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলছে ইসলামাবাদ। অথচ একসময় সীমান্তের ওপারে প্রভাব বিস্তারের জন্য ধর্মীয় উগ্রপন্থী শক্তিকে ব্যবহার করার যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল, বর্তমান পরিস্থিতি তারই বিপজ্জনক প্রতিফলন। জঙ্গিবাদকে কখনও সুবিধাজনক রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার প্রয়োজন ফুরোলে তাকে নির্মূল করা যায়;এই ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত, পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ। মতাদর্শভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠনগুলি শুধু রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মেনে চলে না। তারা নিজস্ব নেতৃত্ব, অর্থের উৎস, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং আদর্শিক সমর্থনের ভিত্তিতে স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছিল ২০১১ সালের মে মাসে। বিশ্বের অন্যতম কুখ্যাত জঙ্গি ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে একটি সুরক্ষিত বাড়িতে বসবাস করছিলেন। জায়গাটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কাছাকাছি। মার্কিন বাহিনীর অভিযানে তাঁর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের গোয়েন্দা ব্যবস্থার সক্ষমতা ও জবাবদিহি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রশ্ন ওঠে। পাকিস্তানের নিজস্ব অ্যাবোটাবাদ কমিশনও প্রশাসন ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার ব্যর্থতার সমালোচনা করেছিল। এত বড় একটি জঙ্গি নেতা কীভাবে বছরের পর বছর পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটির কাছাকাছি অবস্থান করলেন, সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আজও মেলেনি।

হাফিজ সইদ ও মাসুদ আজহরের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রশ্ন ফিরে আসছে। ২০০৮ সালের মুম্বই হামলায় ১৬৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় লস্কর-ই-তইবার নাম আন্তর্জাতিক তদন্তে উঠে এসেছে। রাষ্ট্রসংঘ ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সইদকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনে। পরে পাকিস্তানে সন্ত্রাসে অর্থ জোগানোর একাধিক মামলায় তাঁর সাজাও হয়। কিন্তু আর্থিক অপরাধে সাজা হওয়া এবং কোনও সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বিচার হওয়া এক বিষয় নয়। সংগঠনের নেতৃত্ব, যোগাযোগ, অর্থের উৎস এবং হামলার পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্টতার প্রশ্নগুলিরও বিচার প্রয়োজন।

একইভাবে জইশ-ই-মহম্মদের বিরুদ্ধে ২০০১ সালের সংসদ হামলা, ২০১৬ সালের পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে হামলা এবং ২০১৯ সালের পুলওয়ামা বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘ কূটনৈতিক টানাপোড়েনের পর ২০১৯ সালের ১ মে রাষ্ট্রসংঘ মাসুদ আজহরকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেই কোনও সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙে পড়ে না। তাদের অর্থ সংগ্রহ, সদস্য নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং নতুন নামে পুনর্গঠনের পথ বন্ধ না হলে নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা সীমিতই থেকে যায়।

পাকিস্তানের এই নীতির সমালোচনা শুধু ভারতের পক্ষ থেকে আসেনি। মার্কিন বিদেশ দফতরের ২০১৯ সালের সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং হাক্কানি নেটওয়ার্কের মতো আঞ্চলিক জঙ্গি সংগঠনগুলির উপস্থিতি ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মহলে ইসলামাবাদের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ বহুদিনের। এখানে পাকিস্তানের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ শুধু আন্তর্জাতিক চাপ সামলানো নয়, নিজেদের নিরাপত্তানীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো। জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে সাময়িক অভিযান, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা, গ্রেফতার কিংবা অর্থপাচারের মামলায় বিচারের মধ্যেই সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই সীমাবদ্ধ থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না। ভেঙে ফেলতে হবে তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক, অর্থের জোগান, সাংগঠনিক পরিকাঠামো এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা।

এই সমস্যার প্রভাব পাকিস্তানের সীমানায় আটকে নেই। ভারত, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলির নিরাপত্তাও এর সঙ্গে যুক্ত। সীমান্তপারের সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ এবং জঙ্গি সংগঠনগুলির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গোটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

পাকিস্তানের মনে রাখা প্রয়োজন, সন্ত্রাসবাদকে একদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে ঘোষণা করে অন্যদিকে কৌশলগত সুবিধার জন্য তার প্রতি নমনীয় থাকা যায় না। জঙ্গি সংগঠন কার বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে, তার ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা বদলানোর সুযোগ নেই। যে আগুনকে একসময় অন্যের ক্ষতি করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, একদিন সেই আগুন নিজের ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে।

ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবর্ষে অসম সফরে মোদিকে আমন্ত্রণ হিমন্তের

দিল্লিতে শাহ-সীতারমণ-নাড্ডা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি : কিংবদন্তি শিল্পী ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অসম সফরের আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আগামী ২৯ নভেম্বর আয়োজিত স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি ঘিরে আশাবাদী অসম সরকার।

সম্প্রতি দিল্লি সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠক করেন হিমন্ত। ২৩ নভেম্বর সামাজিক মাধ্যমে এই সফরের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, অসমের উন্নয়ন, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং দলীয় সংগঠন নিয়ে বিস্তারিত



আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ভূপেন হাজরিকার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের প্রস্তুতি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অমিত শাহের সঙ্গে অসমের উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের আর্থিক অগ্রগতি ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয় উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অসমের আর্থিক সূচকের প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে প্রতিটি জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং এমবিবিএস ও স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল আসন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন হিমন্ত। অন্যদিকে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে শহরতলি রেল পরিষেবা, রেলপথের দ্বিগুণীকরণ ও চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। অসমে রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

দিল্লি সফরে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গেও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। সফরের শেষ পর্যায়ে দ্বারকায় নতুন অসম ভবনের উদ্বোধন করেন হিমন্ত।

এমপিএসসি নিয়োগে একের পর এক ভুলের অভিযোগ, আমরণ অনশনে মিজো ছাত্র সংগঠনের সভাপতি

আইজল : মিজোরাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (এমপিএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একের পর এক ভুল এবং প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুলে আমরণ অনশনে বসলেন মিজো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (এমএসইউ) সভাপতি। সোমবার, ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে আইজলে এমপিএসসির কার্যালয় চত্বরে তাঁর অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনও নতুন মাত্রা পেল।

সোমবার এমপিএসসির কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ করে এমএসইউ। সেখানেই সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিশনের চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি ফের জানানো হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বারবার ভুলের জন্য চেয়ারম্যানকে দায়ী করে তাঁর জবাবদিহি দাবি করেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

বিক্ষোভের পর এমএসইউ সভাপতি অভিযোগ করেন, গত দু'বছরে কমিশনের কাজে একাধিক ত্রুটি সামনে এসেছে। এই বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন জানানো হলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়নি। শুধু অবস্থান বিক্ষোভে দাবি আদায় সম্ভব নয় বলে মনে করেই তিনি নিজে অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। সাম্প্রতিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দফতরের অধীনে স্টোরকিপার নিয়োগ প্রক্রিয়া। এই নিয়োগে একাধিক ভুল হয়েছে বলে অভিযোগ এমএসইউর।

সংগঠনের দাবি, ২০২৪ সালের ২০ মে বর্তমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কমিশন মোট ২৪টি সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। পাশাপাশি কমিশনের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে চারটি মামলা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে তারা। এমএসইউর মতে, এই ঘটনাগুলি কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

এমসিএস কম্বাইন্ড পরীক্ষা ২০২৫, জুনিয়র গ্রেড মিজোরাম ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের নিয়োগ এবং খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহ দফতরের স্টোরকিপার নিয়োগেও অনিয়ম ও ভুলের অভিযোগ তুলেছে ছাত্র সংগঠন। এমএসইউ সভাপতির অভিযোগ, কমিশনের কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকিতে ব্যর্থ হয়েছেন চেয়ারম্যান। তাই নৈতিক দায় স্বীকার করে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত বলে দাবি করেছে সংগঠন।

মেঘালয় থেকে কয়লা পাচারে 'কমিশন-রাজ', সরকারের বিরুদ্ধে সরব অখিল গগৈ

গুয়াহাটি : মেঘালয় থেকে অসমে কয়লা পরিবহণের আড়ালে অবৈধ কারবার ও কমিশন আদায়ের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকারকে নিশানা করলেন রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ। তাঁর অভিযোগ, প্রতিদিন শত শত অতিরিক্ত বোঝাই কয়লাবাহী ট্রাক প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়াই বোকো-হাহিম সড়ক দিয়ে অসমে প্রবেশ করছে। অথচ সাধারণ যানবাহন চালকদের সামান্য ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য জরিমানা করা হচ্ছে।

গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গগৈ অভিযোগ করেন, অসমে প্রবেশ করা প্রতিটি কয়লাবাহী ট্রাক থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা কমিশন আদায় করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বহু ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন, ট্রানজিট চালান, জিএসটি সংক্রান্ত নথি ও ই-ওয়ে বিল নেই।

কাজিরাঙার সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জরিমানা আদায়েই প্রশাসনের বেশি আগ্রহ। অন্যদিকে কয়লা পরিবহণের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

অভিযোগ, প্রায় ৯ টন বহনক্ষমতার ছয় চাকার ট্রাকে ৪৫ থেকে ৫০ টন কয়লা বোঝাই করে চলাচল করা হচ্ছে। এতে বোকো-হাহিম সড়ক ও ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

কয়লাবাহী ট্রাকের নথি যাচাই ও অতিরিক্ত বোঝাই যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। তবে অখিলের অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

নুপুর বরা মামলায় ৭০ লক্ষের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি, মোট অঙ্ক ৩.৬২ কোটি

অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির অভিযোগে তদন্ত

গুয়াহাটি : অসমের প্রাক্তন বারপেটা সার্কল অফিসার তথা অসম সিভিল সার্ভিসের আধিকারিক নুপুর বরার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের তদন্তে আরও ৭০.০৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এর ফলে মূল অপরাধ ও অর্থ পাচারের তদন্ত মিলিয়ে এই মামলায় বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩.৬২ কোটি টাকা। ইডির গুয়াহাটি জোনাল অফিস-১ প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) ৫(১) ধারায় এই পদক্ষেপ করেছে।



মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ভিজিল্যান্স সেলের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ, ২০১৯ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নুপুর বরা তাঁর জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রায় ৪.০১ কোটি টাকার সম্পত্তি গড়ে তোলেন। যা তাঁর ঘোষিত আয়ের প্রায় ৪৫৮.৬৪ শতাংশ। ইডির দাবি, বারপেটায় কর্মরত থাকাকালীন হিসাব-বহির্ভূত অর্থ সংগ্রহ করে নিজের পাশাপাশি স্বামী গগন চন্দ্র কলিতা, বাবা কিনারাম বরাহ এবং অধস্তন কর্মী সুরজিত দেকার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করেন তিনি। পরে ওই অর্থ দিয়ে জমি, ফ্ল্যাট, মিউচুয়াল ফান্ড ও জীবনবিমায় বিনিয়োগ করা হয়।

সর্বশেষ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ১৩.৪৫ লক্ষ টাকার মিউচুয়াল ফান্ড, ২১.৬৪ লক্ষ টাকার তিনটি জীবনবিমা পলিসি এবং জমি ও ফ্ল্যাট কেনার জন্য দেওয়া ৩৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম।

এর আগে আদালতের নির্দেশে প্রায় ২.৯২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। নুপুর বরা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স পুলিশ চার্জশিটও জমা দিয়েছে।

তবে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া মানেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া নয়। মামলার তদন্ত এখনও চলছে বলে জানিয়েছে ইডি।

পোস্ত চাষ ছেড়ে বিকল্প ফসলে ফিরুন, চুরাচাঁদপুরে উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা বৈঠকে বার্তা মুখ্যসচিবের

চুরাচাঁদপুর : পোস্ত চাষ ছেড়ে বিকল্প কৃষিকাজে এগিয়ে আসার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করার নির্দেশ দিলেন মণিপুরের মুখ্যসচিব রাজীব সিং ঠাকুর। তবে শুধু পোস্ত চাষ বন্ধের আহ্বান নয়, কৃষকদের বিকল্প ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ওপরও জোর দিয়েছেন তিনি।

রবিবার, ২৩ নভেম্বর চুরাচাঁদপুরের তুইবংয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। বৈঠকে স্বাস্থ্য পরিষেবা, গ্রামীণ উন্নয়ন, জীবিকা সংস্থান, উদ্যানপালন, ই-গভর্ন্যান্স-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

পোস্ত চাষের বিকল্প হিসেবে অন্যান্য ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাঁদের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন ঠাকুর। সরকারি কর্মীদের সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার এবং দ্রুত পদক্ষেপ করার পরামর্শও দেন তিনি।



প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও গতি আনতে সমস্ত দফতরকে ই-অফিস ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কাগজবিহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। সরকারি প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

বিশেষ করে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ভিবি-জি রাম জি, পেনশন প্রকল্প এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুবিধা যাতে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও পান, তা নিশ্চিত করতে বলেন তিনি।

‘বাবাকে মারার উদ্দেশ্যেই নিরাপত্তা সরানো হয়’, রাজীব-হত্যার ৩৫ বছর পর বিস্ফোরক রাহুল



নয়াদিল্লি : নয়ের দশকের শুরু। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে বাবা রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন বছর একুশের তরুণ রাহুল গান্ধী। মা সোনিয়াকে বলেছিলেন, দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না হলে হয়তো বাবার শেষকৃত্যে যোগ দিতে খুব শীঘ্রই পড়াশোনা ছেড়ে দেশে ফিরতে হবে তাঁকে। বাস্তবে তাই ঘটে। ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। সম্প্রতি প্রকাশিত মায়ের স্মৃতিকথা নিয়ে মা সোনিয়া ও বোন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আলোচনায় এমনটাই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন তিনি। এইসঙ্গে তাঁর বিস্ফোরক দাবি, বাবার নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁকে হত্যা করা যায়।

গান্ধী পরিবারের একের পর এক বিয়োগান্তক বেদনার প্রসঙ্গে উঠে আসে সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কার আড্ডায়। রাজীব গান্ধীর আগে ১৯৮৪ সালে শিখ নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে মৃত্যু হয় ইন্দিরা গান্ধীর। পেশাদার বিমানচালক ছিলেন রাজীব। ইন্দিরার হত্যার পর আকস্মিক প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন তিনি। হামলার আশঙ্কায় দীর্ঘ কয়েক বছর বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে থাকতেন। থাকত কঠোর নিরাপত্তাও। যা নিয়ে উপহাস করত বিরোধী শিবির। এরপর আসে ১৯৮৯ সালের নির্বাচন। পরাজিত হয় রাজীবের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস।

ওই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বের বিরোধী জোট। সেই সময় ভিপি সিং কটাক্ষ করেন, কমান্ডো বাহিনীর সুরক্ষাবলয়ে থাকা রাজীব জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। ঘুরিয়ে বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন খোদ কংগ্রেস নেতা। ১৯৯১ সালে বিহারে একটি সভায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি আছে জানিয়েও তিনি বলেন, এখনও ঝুঁকি রয়ে গিয়েছে (ইন্দিরা হত্যা ও শিখ দাঙ্গায় যার সূত্রপাত), কমে যায়নি। কিন্তু কোনও বিকল্প নেই। হয় আপনাকে প্রচারে নামতে হবে, নয়তো নিজের নিরাপত্তায় নজর দিতে হবে। পরবর্তী সভাটিই ছিল তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে। যেখানে এলটিটিই আত্মঘাতী জঙ্গির বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ইন্দিরাপুত্রের।

‘বিলংগিং: এ জার্নি অফ লভ’ নিয়ে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আলোচনা সোনিয়া মনে করান; বিজেপিশাসিত বিহারে হুডখোলা জিপে শোভাযাত্রার সময় রাজীবকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়েছিল। অভিযোগ করেন, রাজ্যের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়নি। বিহারের এই পরিস্থিতি দেখেই সোনিয়াকে বলেছিলেন রাহুল;বাবার নিরাপত্তার বিষয়ে যদি আমরা কোনও পদক্ষেপ না নিই, তবে খুব শীঘ্রই তাঁর শেষকৃত্যে যোগ দিতে আমাকে দেশে ফিরে আসতে হবে।

আলোচনার এই অংশে রাহুল বলেন, বাবার নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁকে হত্যা করা যায়। নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়াটা কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে তিনি নিহত হন। কী ঘটছে, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

ডিলিমিটেশন বিল পাসে ডিএমকে-র সমর্থনের আশায় কেন্দ্র! বিরোধী শিবিরে ভাঙনের জল্পনা



নয়াদিল্লি : লোকসভায় ডিলিমিটেশন বিল পাস করাতে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অঙ্ক মেলাতে এবার ডিএমকে-র সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত ১৫ থেকে ১৮ ভোটের ব্যবধানে বিল পাস হয়ে যাবে বলেও দাবি করছেন কেন্দ্রের এক শীর্ষ আধিকারিক। সেই লক্ষ্যেই বিরোধী শিবিরের মধ্যে সমীকরণ বদলাতে তৎপর বিজেপি। মহিলা সংরক্ষণ ও লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিল ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা।

সূত্রের খবর, গত সপ্তাহেই ডিএমকে-র সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা অনেকটা এগিয়েছে। দলের সাংসদ কানিমোঝি দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন বলেও জল্পনা ছড়িয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, মহিলা সংরক্ষণ এবং ডিলিমিটেশন;দুই বিলেই কেন্দ্রকে সমর্থন করতে পারে এম কে স্ট্যালিনের দল। এমনকী কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে পৃথক রাজনৈতিক অবস্থান নেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

লোকসভায় আসন বিন্যাসের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের আবেদন এই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। বর্তমানে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর পাশে বসেন ডিএমকে-র দলনেতা টি আর বালু। সেই আসন পরিবর্তন করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে ডিএমকে। অন্যদিকে, সুদীপের পাশের আসন থেকে অখিলেশ যাদবকে রাহুলের পাশে বসানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

সংখ্যার হিসাবেও কেন্দ্রের সামনে চ্যালেঞ্জ যথেষ্ট কঠিন। ৫৪০ সদস্যের কার্যকর লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনের জন্য প্রয়োজন ৩৬০টি ভোট। এনডিএ-র হাতে রয়েছে প্রায় ৩২০টি আসন। ডিএমকে-র ২২ সাংসদ সমর্থন করলে সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৪২। শরদ পাওয়ারের এনসিপির সাত সাংসদের সমর্থন মিললেও প্রয়োজনীয় সংখ্যা পূরণ হবে না।

শেষনাগ হ্রদের পাশে বুলডোজার, বিতর্কে অমরনাথ যাত্রাপথের রাস্তা সম্প্রসারণ

শ্রীনগর : অমরনাথ যাত্রাপথে শেষনাগ হ্রদের পাশে বুলডোজার চালিয়ে মাটি ও পাথর সরানোর অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখা গেলেও সেগুলির সত্যতা যাচাই করা হয়নি। বিরোধী পিডিপি নেতা মোহিত ভান এই ঘটনাকে ‘হিন্দুধর্ম ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ’ বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, উন্নয়নের নামে হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন করা হচ্ছে। অন্যদিকে, রাস্তা সম্প্রসারণের দায়িত্বে থাকা বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন জানিয়েছে, নির্ধারিত নিয়ম ও পরিবেশগত সুরক্ষা মেনেই পুরনো নির্মাণকাজ শেষ করা হচ্ছে।

মুনিরের প্রদেশ বিভাজন নীতি! করাচির পথে বিরাট মিছিল, স্বাধীন ‘সিন্ধুদেশে’র ডাক



ইসলামাবাদ : পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান প্রদেশে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহে অস্বস্তিতে শাহবাজ সরকার ও পাক সেনা। এই অবস্থায় বিদ্রোহ দমনে পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ ভেঙে দেশটিকে বেশ কয়েকটি ছোট প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করার পরিকল্পনা করছেন সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। এর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার করাচি-সহ সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ পদযাত্রায় অংশ নিলেন। মিছিলে অংশ নেওয়া সিন্ধি জাতীয়তাবাদী সংগঠন ‘জিয়ে সিন্ধ মুত্তাহিদা মাহাজ’ (জেএসএমএম) পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী প্রদেশ পাঞ্জাবে অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি দিয়েছে। এইসঙ্গে সংগঠনের সদস্যরা স্বাধীন ‘সিন্ধুদেশ’-এর সমর্থনে স্লোগান দিয়ে ঘোষণা করেন, সিন্ধুর অখণ্ডতা নিয়ে আপস করা হবে না।

পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ রয়েছে। সেগুলি হল পাঞ্জাব, সিন্ধু, খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান। একাধিক সাংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে উঠে এসেছে, ওই চার প্রদেশকে ভেঙে ১২ থেকে ১৫টি ছোট প্রশাসনিক অঞ্চল বা নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে সেনা ও সরকারের মধ্যে। বিশেষত করাচিকে সিন্ধু থেকে আলাদা করে নতুন প্রদেশ বানানোর গুঞ্জন রয়েছে। পাক পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ সম্প্রতি এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। ২০২৬ সালের শেষে এই বিষয়ে গণভোট নিয়ে আলোচনার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা।

এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই জোটবদ্ধ হয়ে করাচি-সহ সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন শহরে পথে নেমেছে একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের নেতা-কর্মীরা। জিয়ে সিন্ধু মুত্তাহিদা মাহাজ এবং জিয়ে সিন্ধু রাহবার কমিটি-সহ বিভিন্ন সিন্ধি জাতীয়তাবাদী সংগঠন অভ্যন্তরীণ মতভেদ ভুলে একসঙ্গে করাচির রাজপথে নেমেছে মঙ্গলবার। বিক্ষোভকারীরা ‘সিন্ধুর এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব নাদ স্লোগান দিয়ে সিন্ধুর ঐতিহাসিক সীমানা পরিবর্তনের যেকোনও চেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সেনাপ্রধান আসিম মুনির এবং পাঞ্জাব-কেন্দ্রিক শাসকগোষ্ঠী সিন্ধুর রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করতে ষড়যন্ত্র করছে। এছাড়াও প্রদেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ (তেল, গ্যাস, কয়লা ও কৃষি জমি) দখল করতে এই বিভাজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলেও তাদের দাবি। এর প্রতিবাদে তারা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের ডাক দিয়েছেন। এমনকী পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সিন্ধুদেশ প্রতিষ্ঠারও দাবি উঠেছে বিক্ষোভ মিছিলে।

সরকারের হয়ে মুখ খুলতে পারবেন না সব মন্ত্রী! সংবাদমাধ্যমে তিনজনকে কথা বলার দায়িত্ব শুভেন্দুর



কলকাতা : রাজ্য সরকারের সামগ্রিক কাজকর্ম নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে আর ইচ্ছেমতো মন্তব্য করতে পারবেন না মন্ত্রিসভার সব সদস্য। সরকারের বক্তব্য সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরতে তিন মন্ত্রীর উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। সরকারের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন এবং উমেশ রাই। তবে মন্ত্রীরা নিজেদের দফতর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংবাদমাধ্যমকে জানাতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন তাপস রায় ও দীপক বর্মন। অন্যদিকে, হিন্দি সংবাদমাধ্যমের কাছে সরকারের বক্তব্য তুলে ধরবেন উমেশ রাই। সরকারের সামগ্রিক নীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই তিনজনই বক্তব্য রাখবেন। ফলে অন্য মন্ত্রীরা নিজেদের দফতরের বাইরে সরকারের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতে পারবেন না।

এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের অসন্তোষ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, কয়েকজন মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলছেন। সরকারের অবস্থান জানানোর জন্য নির্দিষ্ট মুখপাত্র নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিলেন তিনি।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে রাজনীতি থেকে বাদ দেওয়ার নতুন উদ্যোগ? ইউনূসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

কেআরসি টাইমস



জাতীয় সংলাপের আগে আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস, এমনই অভিযোগ। সংসদ থাকা সত্ত্বেও সংসদের বাইরে রাজনৈতিক সংলাপের উদ্যোগ ঘিরে উঠছে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রশ্ন।

ঢাকা, ২৩ নভেম্বর: বাংলাদেশে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির চেষ্টা চলছে কি না, তা নিয়ে জোরালো বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগকে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার সম্ভাব্য উদ্যোগ এবং তার নেপথ্যে প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।

অভিযোগ, জাতীয় সংলাপের আগে ঢাকায় গোপনে কয়েক ঘণ্টার জন্য ফিরে এসে ইউনূস আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে একজোট করার উদ্যোগ নেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বন্ধ করা এবং দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে সংশ্লিষ্ট নেতাদের আরও কঠোর অবস্থান নেওয়ার পরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার ২৩ নভেম্বর সকাল ৭টা ১২ মিনিটে একটি চার্টার্ড বিমানে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন ইউনূস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লামিয়া মোরশেদ, সাব্বির আহমেদ এবং সাজিব এম খায়রুল ইসলাম। মালয়েশিয়ার ধনকুবের ব্যবসায়ী তান শ্রী সৈয়দ মোখতার আলবুখারির উদ্যোগে বিমানটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

এর আগে কয়েক ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত ঢাকা সফরে ইউনূস জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগকে জাতীয় সংলাপে অংশ নিতে না দেওয়া এবং প্রয়োজনে দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে কঠোর অবস্থান নেওয়ার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এ ছাড়া বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ১১ জন প্রাক্তন উপদেষ্টার সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘ বৈঠক হয় বলে দাবি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রাক্তন প্রধান কৌঁসুলি তাজুল ইসলামের সঙ্গে গোপালগঞ্জে সম্ভাব্য অভিযানের বিষয়েও আলোচনা হয়েছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ অবস্থান এখন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক পালাবদলের পর দলটির কার্যক্রম, নেতৃত্ব এবং নির্বাচনী অংশগ্রহণ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আওয়ামী লীগকে 'সন্ত্রাসী দল' হিসেবে চিহ্নিত করে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, কোনও রাজনৈতিক দলকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করার ধারণা গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ এবং সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গত সপ্তাহে ইউনূসের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের ২২টি শাখায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি কূটনৈতিক মহল ও গোয়েন্দা সূত্রের সতর্কবার্তার পর ইউনূস দ্রুত বাংলাদেশে ফিরে রাজনৈতিক যোগাযোগ বাড়িয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এই দাবি সম্পর্কেও স্বাধীন কোনও নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি।

সোমবার দুপুর ২টায় ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা যমুনায় নতুন করে জাতীয় সংলাপ শুরু হওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে বসার কথা জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক এবং বিরোধী দলের চিফ হুইপ নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের।

এরপর জামায়াতে ইসলামির প্রতিনিধিদেরও সংলাপে আমন্ত্রণ জানানোর কথা রয়েছে। উভয় দলই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

কিন্তু এই সংলাপ ঘিরেই উঠছে সবচেয়ে বড় সাংবিধানিক প্রশ্ন। বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বাচিত সংসদ কার্যকর রয়েছে। ফলে জাতীয় রাজনীতি, সংবিধান সংশোধন কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংসদকে পাশ কাটিয়ে পৃথক রাজনৈতিক সংলাপের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা অধ্যাপক আলী রিয়াজের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনের আলোচনায় সরকারি অর্থের বিপুল ব্যয় হয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে। সেই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য কার্যত আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রতিবেদনটি।

অন্যদিকে, ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২৬টি রাজনৈতিক দলের স্বাক্ষরে তৈরি জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়েও বিএনপির অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রতিবেদনের দাবি, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি ওই সনদ অনুসারে সাংবিধানিক সংস্কার কার্যকর করতে আগ্রহী নয়।

সংসদে বর্তমানে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি-সহ একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। পাশাপাশি ছয়টি রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র সদস্যদেরও সংসদে উপস্থিতি রয়েছে। ফলে সংসদের বাইরে নতুন করে রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রিত করার উদ্যোগের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

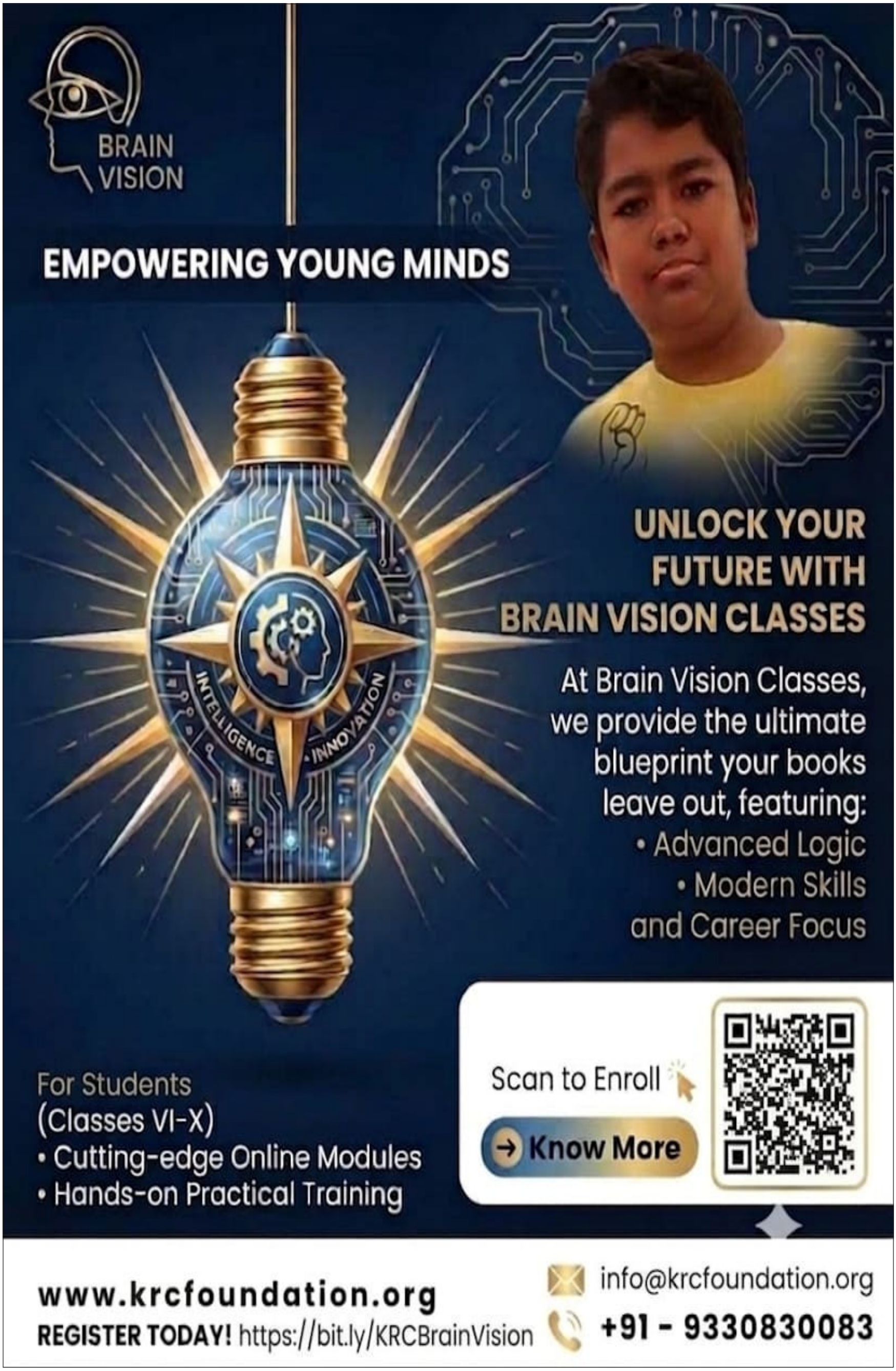
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard